A-4154

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন

শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মার্চ ২০১৫

IMED Library
Accession No. A-4154
Accession Date 12-5-15
Number of Copy 01
Call No.

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দেশের ক্রমবর্ধমান ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বার্ষিক ৫.৮ লক্ষ মে.টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় ১৬৫ একর জায়গায় চীন সরকারের Concessional Loan এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৪৮৭৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট'' (এসএফপি) এর মাধ্যমে একটি সার কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি জানুয়ারী' ২০১২ হতে শুরু করে বিগত প্রায় আড়াই বছর যাবৎ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পটির একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়, এ কারণে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার জন্য আইএমইডি'কে অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে আইএমইডি'র নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর সমন্বয়ে এ প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে সফলতা/ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোকপাত, প্রকল্পের বাস্তবায়নের সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মতামত প্রদান ইত্যাদি মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিধি নির্ধারণ করা হয়। গত ১৩-১৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এর সাথে আলোচনা এবং গত ২২/১০/২০১৪, ১৬/১১/২০১৪ ১৯/১১/২০১৪, ১৯/০১/২০১৫, ০৩/০৩/২০১৫ এবং ২৪/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মোট ৬টি সভার মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল পত্রাদি পর্যালোচনা করে এ মূল্যায়ন কার্যটি সম্পাদন করা হয়। মধ্যবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি ১০ (দশ) টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়সমূহে মূল্যায়নের প্রেক্ষাপট, কমিটি গঠন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি, দেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা ও আমদানির চিত্র, প্রকল্প গ্রহণের পূর্ববর্তী কার্যক্রম, প্রকল্প অনুমোদন, এর অর্থায়ন, প্রকল্পের ঋণ ও সুদ পরিশোধ পদ্ধতি, প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন ও আর্থিক অগ্রগতি, চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্পের ঋণ অংশের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রধান প্রধান প্লান্টসমূহের বর্ণনা, সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন অংশের প্রধান কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, বছরভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তি ও ব্যয়, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াবলী, সাধারণ পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ, সুপারিশমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী সোর্স হতে উপাত্ত সংগ্রহের পর বিভিন্ন টুলস্ ব্যবহার করে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন স্ট্যাটিসটিক্যাল টুলস্ যেমন লেখচিত্র, বার চার্ট, পাই চার্ট, ফ্লো-ডায়াগ্রাম,

টেবিল ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। মূল্যায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সবল দিক যেমন উঠে এসেছে তেমনি বিভিন্ন দুর্বল দিকও চিত্রিত হয়েছে। সবল দিকের মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের চীন সরকারের ঋণে এলএসটিকে/টার্ন কি'র আওতায় কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। নির্ধারিত সময়ের (জুন ২০১৫) মধ্যে উক্ত অংশের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় । আর দুর্বল দিকের মধ্যে রয়েছে; জিওবি অর্থায়নে হাউজিং, স্কুল নির্মাণ, মেডিকেল/মসজিদ, কমিউনিটি, বাজার স্থানান্তর ইত্যাদি অঙ্গের বাস্তবায়নের ধীর গতি, যে সকল যন্ত্রপাতি থার্ডপাটি ইন্সপেকশন ব্যতীত প্রকল্প স্থানে পৌছেছে অদ্যাবধি তার ইন্সপেকশন সম্পন্ন না হওয়া, ফ্যাক্টরী পরিচালনার অপরিহার্য উপাদান গ্যাস সরবরাহের জন্য সিএমএস স্থাপন সম্পন্ন না হওয়া, প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না হওয়া, কারখানা চালানোর জন্য পূর্ণ অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট সেট-আপ তৈরী সম্পন্ন না হওয়া, কিছু অঙ্গ নির্মাণে ত্রুটি থাকা ইত্যাদি। এছাড়া, প্রকল্প প্রস্তাবে Waste Water Pipeline এর মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত না হওয়া প্রকল্পের আরও একটি দুর্বল দিক যা এ মূল্যায়নে বিবৃত হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রমটির একটি দুর্বলতা হচ্ছে মূল্যায়ন কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে ৫ মাসেরও অধিক সময় লেগে যায়। প্রকল্প দপ্তর হতে সময়মত ও তড়িৎ সহযোগিতা পাওয়া গেলে মূল্যায়ন কার্যক্রমটি আরও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হতো। অবশেষে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে''শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট'' (এসএফপি) এর মূল্যায়নের এ বিরাট কর্মটি সম্পন্ন হয়।

অধ্যায়-১০

সুপারিশমালা

১০.১ চীন সরকারের সাথে চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পের এলএসটিকে/টার্ন কি'র আওতায় সার কারখানার প্রতিটি ইউনিটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন ও ইরেকশনের মাধ্যমে আগামী জুন ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত করে উৎপাদনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

১০.২ আলোচ্য প্রকল্পের এলএসটিকে/টার্ন কি'র আওতায় কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও জিওবি অর্থায়নে হাউজিং কম্প্লেক্স, স্কুল, মেডিকেল সেন্টার, মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, বাজার স্থানান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন খুব শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে। ফলে প্রকল্প মেয়াদে এ সকল কাজ সমাপ্ত হওয়ার বিষয়ে সংশয় তৈরী হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জিওবি অংশের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি এখনই বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৮.২ ও ৯.১ দ্রষ্টব্য) ।

১০.৩ আগামী জুন ২০১৫ নাগাদ এ সার কারখানাটি পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদনে যাওয়া এবং তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরিপূর্ণ অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট সেট-আপ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৩ দ্রষ্টব্য)।

১০.৪ প্রকল্পের আওতায় জনবল্কের জন্য সংস্থানকৃত প্রকল্প ভাতা সরকারী বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৪ দ্রষ্টব্য)।

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব প্রদান এবং যথাযথভাবে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করতে হবে যাতে কারখানা চলাকালীন কোন সমস্যা না হয় । এ ছাড়া প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শাহজালাল সার কারখানায় পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৫ দ্রষ্টব্য) ।

১০.৬ যে সকল যন্ত্রপাতি থার্ডপার্টি ইন্সপেকশন ব্যতীত প্রকল্প স্থানে পৌঁছেছে M/S TUV Rehinland, Shanghai, China এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন করে জরুরী ভিত্তিতে সে সকল যন্ত্রপাতির ইন্সপেকশন সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ প্রকল্প স্থানে পৌছার প্রায় এক বছর পর পিআইসি'কে অবহিত করা এবং এ বিষয়ে গত ১৮/০১/২০১৫ তারিখে সিদ্ধান্ত প্রদান করার পরও চুক্তি সংশোধন না করার বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে (অনুচ্ছেদ ৮.৬ দ্রষ্টব্য)।

১০.৭ কুশিয়ারা নদী থেকে ওয়াটার ইনটেক পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানি গ্রহণের জন্য নির্মিত রিজার্ভার/পানির ট্যাংকের লিকেজ মেরামত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৭ দ্রষ্টব্য) ।

১০.৮ পানি উত্তোলনের লক্ষ্যে নির্মিত পন্টুনটি খুবই ছোট ও সহজে যাতায়াতের উপযোগী না হওয়া, এর নির্মাণ কাজ নিম্নমানের ম্যাটেরিয়াল দ্বারা সম্পন্ন হওয়া, পন্টুনের ওপর নতুন কোন ইকুইপমেন্ট রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের জন্য কোন জায়গা না থাকা, পন্টুনে আসা যাওয়ার সিড়িঁও যথাযথভাবে নির্মিত না হওয়া ইত্যাদি সকল বিষয় যথাযথভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৮ দ্রষ্টব্য) ।

১০.৯ নদী তীর ভেঙ্গে যাতে পন্টুন ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে সে জন্য কুশিয়ারা নদী তীর কনক্রিট দিয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৯ দ্রষ্টব্য)।

১০.১০ ডেমি ওয়াটার ট্যাংকের যে সকল যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরেছে তার গুণগত মান পরীক্ষাপূর্বক অবিলম্বে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.১০ দ্রষ্টব্য) ।

১০.১১ এ্যামোনিয়া ট্যাংকের মূল ডিজাইনে বর্ণিত ১০,০০০ (দশ হাজার) মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ট্যাংক এর পরিবর্তে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২টি সিঙ্গাল লেয়ার্ড এ্যামোনিয়া ট্যাংক নির্মাণ করার বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ৮.১১ দ্রষ্টব্য) ।

১০.১২ ফ্যাক্টরীর জন্য নির্মিত গ্রানুলার প্লান্টটি ৪০ মিটার উঁচু হওয়ায় এর পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে ওপরে ওঠা-নামার জন্য এবং গ্রানুলার প্লান্ট এর প্রয়োজনেও ব্যবহার করার স্বার্থে গ্রানুলার প্লান্ট ও ইউরিয়া প্লান্টের মাঝামাঝি স্থানে একটি এলিভেটর নির্মাণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৮.১২ দ্রষ্টব্য)।

১০.১৩ ফ্যাক্টরী পরিচালনার জন্য গ্যাস অপরিহার্য উপাদান । কিন্তু সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য সিএমএস স্থাপনের কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু হয়নি। এর ফলে বিকল্প গ্যাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, এতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়সহ ঝুঁকিও বহন করতে হচ্ছে। সিএমএস স্থাপনে এ বিলম্ব কাম্য নয়। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে যাতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় এনে অবিলম্বে সিএমএস স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যবস্থা শিল্প মন্ত্রণালয়কে গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৬.১৩ ও ৮.১৩ দ্রষ্টব্য)।

১০.১৪ সার বিতরণের জন্য নির্ধারিত স্থানে একটি স্থায়ী জেটি নির্মাণ এবং কারখানা পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ ও মেরামত করার বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.১৪ দ্রষ্টব্য)।

১০.১৫ এনজিএফএফএল এর অভ্যন্তরে মোট ১৬৫ একর জায়গায় শাহজালাল সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় এনজিএফএফএল'র সীমানা বরাবর কোন সীমানা দেয়াল দিয়ে সংরক্ষণ করতে দেখা যায়নি। তাই অবিলম্বে এনজিএফএফএল এর সীমানা নির্ধারণ ও দেয়াল দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৬ শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার কর্তৃক পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ঢাল প্রতিরক্ষা/সংরক্ষণ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্প এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং এর সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১০.১৭ প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার কর্তৃক ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরীণ পানি ও বর্জ্য অপসারণের নিমিত্ত ড্রেন নির্মাণের অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের বর্জ্য পানি নিস্কাশনের জন্য ব্যাটারী লিমিটের (প্রকল্প সীমানা) বাহির হতে কুশিয়ারা নদী পর্যন্ত ৩.৫ কি:মি: পাইপলাইন জরুরীভিত্তিতে বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে অথবা ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে এ পাইপ লাইন নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৯.৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.১৮ প্রকল্পের আন্তর্জাতিক পরামর্শক হিসাবে কারখানা স্থাপনের সার্বিক বিষয় মনিটর করা ইআইএল এর দায়িত্ব হলেও ইআইএল যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন না করার বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে (অনুচ্ছেদ ৮.১৬ দ্রষ্টব্য)।

১০.২০ 'শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট' এর আওতায় যে সকল স্থাপনা নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হচ্ছে/হবে তা যেন বিদ্যমান ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের (Geo-environmiental Structure) উপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে তা বিবেচনায় আনতে হবে।

১০.২১ শাহজালাল সার কারখানা চালু হওয়ার পর এনজিএফএফএল বন্ধ করে দেয়ার প্রয়োজন হলে বা বন্ধ হয়ে গেলে এনজিএফএফএল'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে সামাজিক সমস্যা তৈরীর আশঙ্কা থাকায় এনজিএফএফএল এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শাহজালাল সার কারখানায় পদায়ন/স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।